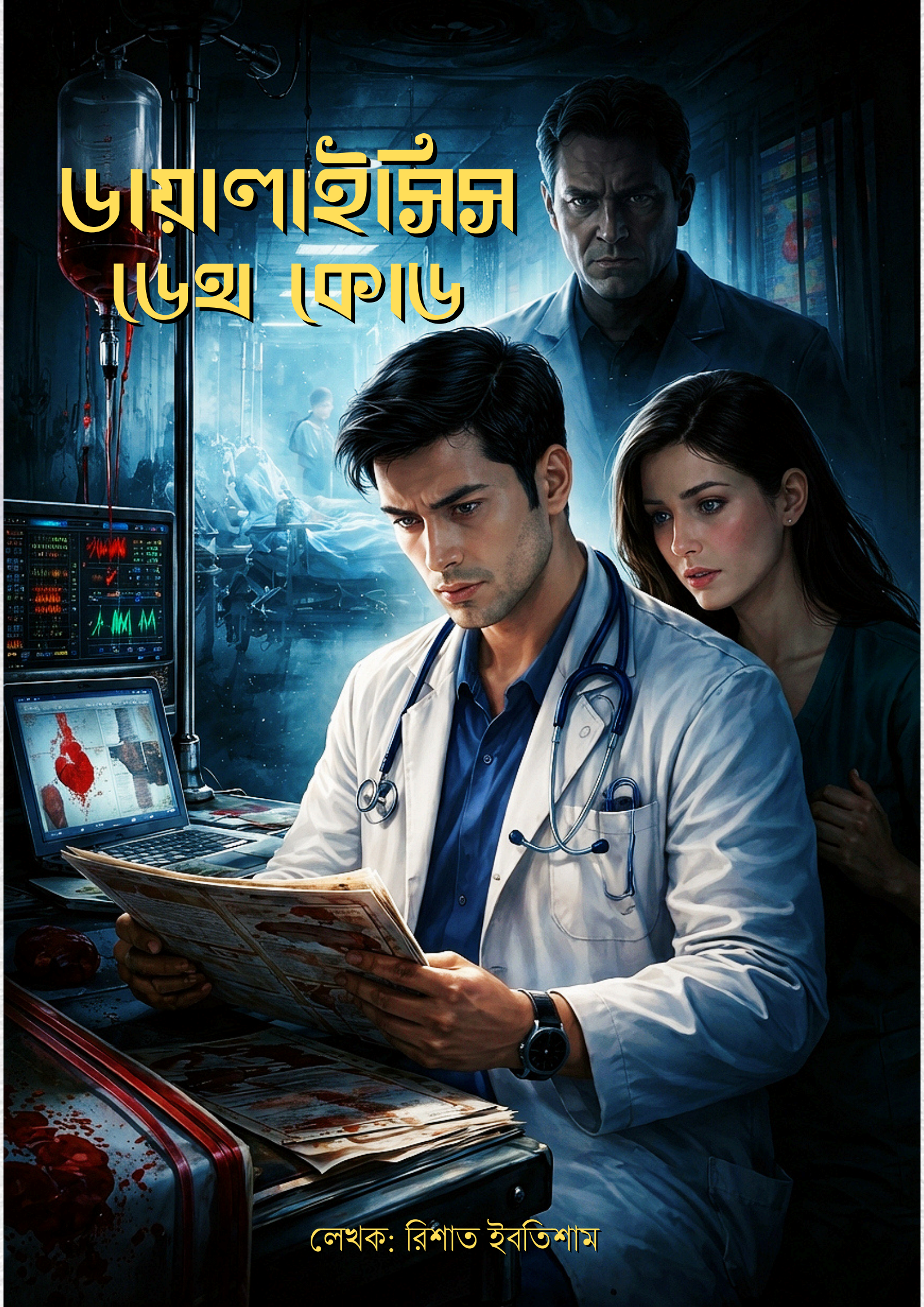

ডায়াগনোসিস ডেথ কোড

লেখক: রিশাত ইবতিশাম

ডায়ালাইসিস ডেথ কোড

লেখক: রিশাত ইবতিশাম

লেখক পরিচিতি

ডা. রিশাত ইবতিশাম
লেখক | ক্লিনিক্যাল রিসার্চার | ফটোগ্রাফার

ডা. রিশাত ইবতিশাম একজন চিকিৎসক, ক্লিনিক্যাল রিসার্চার ও ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলার—যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পে রূপ দিতে ভালোবাসেন। চীনে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে অধ্যয়ন, উচ্চতর ডিগ্রি ও ক্লিনিক্যাল ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে তিনি হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, রোগী সেবা এবং মেডিকেল এথিক্সের বাস্তব চিত্র খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি ছিলেন চীনের প্রথম বিদেশি ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার ও কনজারভেশনিস্টদের একজন—যেখানে প্রকৃতি, জীবন-মৃত্যু ও বেঁচে থাকার লড়াই তাকে মানুষের শরীর ও সমাজের লুকানো বাস্তবতাকে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে।

তার লেখালেখির মূল শক্তি হলো—বাস্তব মেডিকেল অভিজ্ঞতা, মানবিক অনুভূতি এবং অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের অন্ধকার দিককে গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা।

এই বইটি তার চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং মানুষের জীবনের অদেখা গল্প থেকে অনুপ্রাণিত একটি মেডিকেল থ্রিলার।

ভূমিকা

হাসপাতাল—একটি জায়গা যেখানে মানুষ আসে জীবন বাঁচাতে।

কিন্তু যদি সেই জায়গাটিই হয়ে ওঠে মৃত্যুর নীরব কারখানা?

চিকিৎসা পেশায় থাকার কারণে আমি অসংখ্য রোগী, অসংখ্য গল্প ও অসংখ্য সত্য দেখেছি—

যার কিছু আলোয় এসেছে, আর কিছু চাপা পড়ে গেছে ফাইলের নিচে।

এই গল্পটি কোনো একক ব্যক্তির নয়, বরং বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং কল্পনার মিশ্রণ।

এই বইতে আপনি দেখবেন—

একজন আদর্শবাদী ডাক্তারের লড়াই

কর্পোরেট হাসপাতালের অন্ধকার

এবং সত্যের জন্য একজন মানুষের মূল্য

যদি এই গল্প পড়তে গিয়ে কখনো মনে হয়—"এটা কি সত্যি হতে পারে?"

তাহলে জেনে রাখুন, বাস্তবতা অনেক সময় কল্পনার থেকেও ভয়ংকর।

পটভূমি

ঢাকার প্রান্তে অবস্থিত "লাইফলাইন মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল"—একটি ঝকঝকে কর্পোরেট হাসপাতাল। বাইরে থেকে এটি আধুনিক চিকিৎসার প্রতীক—উন্নত ডায়ালাইসিস ইউনিট, অত্যাধুনিক ICU, আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব।

কিন্তু গত এক বছরে কিডনি রোগীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।

প্রতিটি মৃত্যু—কাগজে কলমে স্বাভাবিক।

প্রতিটি রিপোর্ট—নিখুঁত।

তবুও, কোথাও যেন একটা অদৃশ্য ভুল লুকিয়ে আছে।

এমন সময় হাসপাতালে যোগ দেয় নতুন নেফ্রোলজিস্ট—

ডা. আরিয়ান রিশাদ।

যিনি বিশ্বাস করেন—চিকিৎসা মানে শুধু চিকিৎসা নয়, সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো।

আর ঠিক তখনই শুরু হয়—

একটি মৃত্যুর সিরিজ…

একটি লুকানো ফাইল…

এবং একটি ভয়ংকর সত্যের যাত্রা।

রাত ২টা ১৭ মিনিট।

ঢাকার বনানীর “লাইফলাইন মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল” প্রায় নিস্তব্ধ।

শুধু ICU-7 ইউনিটে মনিটরের টিকটিক শব্দ।

ডা. আরিয়ান রিশাদ প্রথম নাইট ডিউটিতে বসে ছিলেন।

নতুন হাসপাতাল। নতুন দায়িত্ব।

মনের ভিতরে অদ্ভুত চাপ।

হঠাৎ—

বিপ… বিপ… বিপ—!

বেড নম্বর ১২ এর মনিটর লাল হয়ে উঠলো।

“Code Blue!” — নার্স নীলা চিৎকার করে উঠলো।

আরিয়ান ছুটে গেলেন।

রোগী: মোঃ হাশেম, ৪৮।

ডায়ালাইসিস রোগী। বিকেলে রিপোর্ট ছিল স্টেবল।

“BP?”

“৭০/৪০ স্যার!”

“CPR শুরু করুন!”

তিনি বুক চাপতে লাগলেন।

অক্সিজেন, ইনজেকশন, ডিফিব্রিলেটর—

৫ মিনিট…

৮ মিনিট…

মনিটরের রেখা সোজা হয়ে গেল।

ICU জুড়ে ভারী নীরবতা।

আরিয়ান ধীরে বললেন—

“Time of death… 2:36 AM.”

নার্সরা চুপ।

ফাইল বন্ধ করতে গিয়ে তার চোখ থেমে গেলো।

গতকাল Creatinine: ২.১

আজ: ৬.৯

“এটা এত দ্রুত বাড়লো কীভাবে?” — তিনি ফিসফিস করলেন।

নীলা চুপ।

বাইরে করিডোরে আলো ঝিমঝিম করছিল।

ICU থেকে বের হওয়ার সময় নীলা ধীরে বলল—

“স্যার… এই মাসে এটা তৃতীয়… একইভাবে…”

আরিয়ান থেমে গেলেন।

তার বুকের ভিতর কেমন অস্বস্তি।

দূরে MD এর কেবিনের দরজা আধখোলা।

ভিতরে কেউ ফোনে বলছে—

“আরেকটা কেস ক্লোজ হয়ে গেছে।”

আরিয়ানের চোখে সন্দেহের ছায়া।

তিনি বুঝলেন—

এই মৃত্যুটা স্বাভাবিক না।

সকাল ৯টা।

লাইফলাইন হাসপাতালের গ্লাস বিল্ডিং রোদে ঝকঝক করছে।
রিসেপশনে বড় ব্যানার:
“International Standard Kidney Care”
আরিয়ান নিজের আইডি কার্ড গলায় ঝুলিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।
HR বললো—
“আমাদের এখানে ডিসিপ্লিন আর রেজাল্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”
ডায়ালাইসিস ইউনিটে ঢুকে তিনি অবাক।
বেড ভর্তি রোগী।
এক বৃদ্ধ বললেন—
“ডাক্তার সাহেব, আমি সপ্তাহে একবার আসতাম··· এখন তিনবার ডাকে···”
তিনি চুপচাপ নোট নিলেন।
তখন সিনিয়র নেফ্রোলজিস্ট ডা. সামির ঢুকলেন।
“নতুন এসেছেন?”
“জি স্যার।”
“এখানে বেশি প্রশ্ন করবেন না। রোগী বেশি মানে হাসপাতাল ভালো চলছে।”
আরিয়ানের মনে খটকা লাগলো।
দুপুরে তিনি ডেথ রেজিস্টার দেখতে চাইলেন।
ডাটা অফিসার বললো—
“সিস্টেম আপডেট হচ্ছে স্যার··· পরে দেখবেন।”
রাতে নিজের ডেস্কে বসে তিনি গত রাতের ফাইল খুললেন।
Creatinine রিপোর্ট দুটো আলাদা।
একটা হাতে লেখা।
একটা কম্পিউটার প্রিন্ট।
সংখ্যা আলাদা।
তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেলো।
ঠিক তখনই অজানা নম্বর থেকে মেসেজ—
“আপনি যা দেখছেন, সেটা শুরু মাত্র।”

দুপুরের দিকে হাসপাতালের করিডোরে অদ্ভুত একটা ব্যস্ততা। রোগীর স্বজনদের উদ্বিগ্ন মুখ, নার্সদের দ্রুত হাঁটা, আর দেয়ালে ঝুলানো হাসিমুখের পোস্টার—"We Care Like Family।"

ডা. আরিয়ান রিশাদ পোস্টারটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। গত রাতের মৃত্যু তার মাথা থেকে সরছে না।

তিনি সোজা চলে গেলেন ডাটা রুমে। ছোট্ট একটা কাচঘেরা ঘর। ভিতরে সারি সারি কম্পিউটার, পুরনো ফাইলের স্তূপ আর কাগজের গন্ধ।

নীলা আগেই সেখানে বসে ছিল।

"স্যার··· আপনি যা বলেছিলেন··· আমি কিছু ফাইল বের করেছি," — সে ধীরে বলল।

আরিয়ান চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

স্ক্রিনে প্রথম রোগীর নাম উঠলো।

ডায়ালাইসিস রোগী। হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।

দ্বিতীয় নাম।

তৃতীয় নাম।

সব রিপোর্টে একটা অদ্ভুত মিল—

Creatinine হঠাৎ বেড়ে গেছে।

তারপর জরুরি ডায়ালাইসিস।

তারপর মৃত্যু।

তিনি টেবিলে আঙুল ঠুকলেন।

"এগুলো কাকতালীয় না।"

নীলা নিচু গলায় বললো—

"স্যার··· গত ছয় মাসে এমন ১১ জন মারা গেছে।"

আরিয়ানের বুক ধড়ফড় করতে লাগলো।

তিনি আরও গভীরে খুঁজতে লাগলেন।

একটা ফাইল খুলতেই চোখ আটকে গেলো—

রোগীর আগের রিপোর্টে Creatinine ছিল ২.৪

সফটওয়্যার রিপোর্টে দেখাচ্ছে ৬.৫

"এটা কীভাবে সম্ভব?" — তিনি ফিসফিস করলেন।

ঠিক তখনই কম্পিউটার স্ক্রিন হঠাৎ ফ্লিকার করে বন্ধ হয়ে গেলো।

কালো পর্দা।

তারপর লাল লেখা—

ACCESS DENIED

ঘরের দরজা ধীরে খুললো।

ডা. সামির।

সাদা কোট, ঠান্ডা হাসি।

“ডা. আরিয়ান··· আপনি মনে হয় আপনার দায়িত্বের বাইরে যাচ্ছেন,” — তিনি বললেন।

ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে গেলো।

আরিয়ান শান্ত গলায় বললেন—

“আমি শুধু মৃত্যু রিভিউ করছিলাম।”

সামির কাছে এসে মনিটরের দিকে তাকালেন।

তার চোখে কেমন একটা অস্বস্তিকর স্থিরতা।

“এই হাসপাতালে আমরা টিম হিসেবে কাজ করি। অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ রোগীদের ক্ষতি করে।”

কথাগুলো শুনে আরিয়ানের মনে হলো—এটা সতর্কবার্তা, উপদেশ না।

সামির বের হয়ে গেলে নীলা ধীরে বললো—

“স্যার··· উনি সব জানেন।”

আরিয়ান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

তার মাথার ভিতরে একটা স্পষ্ট ছবি তৈরি হচ্ছে।

একই ধরনের রোগী।

একই ধরনের রিপোর্ট পরিবর্তন।

একই ধরনের মৃত্যু।

এটা কোনো দুর্ঘটনা না।

এটা পরিকল্পিত।

তিনি ফাইলগুলো দ্রুত নিজের ব্যাগে কপি করে রাখলেন।

বাইরে বের হতে গিয়ে করিডোরে এক বৃদ্ধাকে বসে থাকতে দেখলেন।

তার ছেলে গত সপ্তাহে মারা গেছে।

বৃদ্ধা তাকে দেখে বললেন—

“ডাক্তার··· আমার ছেলে তো ভালোই ছিল··· হঠাৎ মারা গেলো কেন?”

প্রশ্নটার উত্তর তার কাছে নেই।

তবুও বুকের ভিতর ভারী একটা প্রতিজ্ঞা জন্ম নিলো।

সেদিন বিকেলে নিজের কেবিনে বসে তিনি সব ডেটা আবার মিলালেন।

প্রতিটি কেসে ডায়ালাইসিসের সংখ্যা বেশি।

প্রতিটি কেসে রিপোর্টে হঠাৎ পরিবর্তন।

তার মোবাইল কাঁপলো।

অজানা নম্বর।

মেসেজ—

“আপনি যা খুঁজছেন··· সেটা আপনাকে মেরে ফেলতে পারে।”

আরিয়ান ফোনটা শক্ত করে ধরলেন।

ভয়ের সাথে সাথে রাগও জন্ম নিলো।

কারণ তিনি এখন নিশ্চিত—

এই হাসপাতালের ভিতরে কেউ রোগীদের ব্যবহার করছে।

এবং তিনি···

ইতিমধ্যেই সেই সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে লাইফলাইন মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাইরের কাচের দেয়ালে শহরের আলো প্রতিফলিত হয়—সবকিছু দেখতে নিখুঁত, আধুনিক, নিরাপদ। কিন্তু ডা. আরিয়ান রিশাদের মনে সেই নিরাপত্তার অনুভূতি নেই।

তিনি সোজা চলে গেলেন ডায়ালাইসিস ইউনিটে।

ভিতরে ঢুকতেই মেশিনের একঘেয়ে শব্দ—

শুঁ… শুঁ… শুঁ…

বেডের পর বেড। রোগীদের হাতে ক্যানুলা, পাশে ঝুলছে ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের ব্যাগ। কিছু রোগী ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে, কেউ আবার আধা ঘুমে।

এক কোণে বসে থাকা এক তরুণ তাকে দেখে হাত তুললো।

“ডাক্তার… একটু দেখবেন?”

আরিয়ান এগিয়ে গেলেন।

ছেলেটার বয়স ত্রিশের বেশি না। চোখে ক্লান্তি।

“আমি আগে সপ্তাহে একবার আসতাম… এখন তিনবার ডাকে। শরীরটা কেমন জানি লাগে।”

আরিয়ান তার ফাইল খুললেন।

Creatinine: মাঝামাঝি।

eGFR: ৪৫।

তিনি ভ্রু কুঁচকালেন।

এই অবস্থায় নিয়মিত ডায়ালাইসিস সাধারণত প্রয়োজন হয় না।

“কে অর্ডার দিয়েছে?” — তিনি নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন।

নার্স কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললো—

“সিনিয়র স্যার… ডা. সামির।”

আরিয়ান চুপ করে গেলেন।

পরের বেডে এক বৃদ্ধা কাঁপছিলেন।

হাত ফুলে গেছে। ইনফেকশনের লক্ষণ।

“এটা কতদিন?”

“তিন দিন স্যার… কিন্তু ডায়ালাইসিস বন্ধ করা হয়নি।”

তিনি গভীর শ্বাস নিলেন।

তার চোখ এবার ফ্লুইড ব্যাগে গেলো।

লেবেলটা একটু অদ্ভুত। অন্য কোম্পানির নাম, কিন্তু হাসপাতালের লোগো লাগানো।

তিনি চুপচাপ মোবাইলে ছবি তুলে রাখলেন।

হঠাৎ ইউনিটের দরজা খুলে গেলো।

ডা. সামির ঢুকলেন।

তার মুখে হালকা হাসি, কিন্তু চোখে ঠান্ডা হিসাব।

“ডা. আরিয়ান··· আজকে বেশ অ্যাকটিভ দেখছি,” — তিনি বললেন।
“রোগীদের অবস্থা দেখছিলাম স্যার,” — আরিয়ান শান্ত গলায় উত্তর দিলেন।
সামির ধীরে ধীরে ইউনিটের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।
চারপাশে নার্সরা চুপ হয়ে গেল।
“এই হাসপাতালে আমাদের একটা সিস্টেম আছে,” — তিনি বললেন।
“রোগী বেশি মানে হাসপাতাল ভালো চলছে। সবাই উপকার পায়।”
কথাগুলো শুনে আরিয়ানের ভিতরটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠলো।
একজন রোগী হঠাৎ বমি করতে শুরু করলো।
মেশিনে অ্যালার্ম বাজতে লাগলো।
আরিয়ান দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মেশিন বন্ধ করলেন।
BP কমে গেছে।
“ফ্লুইড ব্যালান্স ভুল হয়েছে,” — তিনি বললেন।
নার্স নিচু গলায় বললো—
“অর্ডার অনুযায়ী করেছি···”
সামির চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।
তার চোখে কোনো উদ্বেগ নেই।
রোগী সামলে উঠলে সামির আরিয়ানের কাছে এসে খুব নিচু গলায় বললেন—
“আপনি যদি এখানে দীর্ঘদিন থাকতে চান··· তাহলে কিছু জিনিস না দেখাই ভালো।”
কথাটা শেষ করে তিনি বের হয়ে গেলেন।
ইউনিটে আবার মেশিনের শব্দ শুরু হলো।
আরিয়ান কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন।
তার মনে হচ্ছিল—এই জায়গাটা একটা চিকিৎসা কেন্দ্র না, বরং একটা কারখানা।
একজন বৃদ্ধা তার হাত ধরলেন।
“ডাক্তার··· আমরা কি সত্যিই এত অসুস্থ?” — তিনি জিজ্ঞেস করলেন।
প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে আরিয়ানের গলা শুকিয়ে গেলো।
সেদিন রাতে নিজের কেবিনে ফিরে তিনি সব ছবি, সব নোট খুলে বসেন।
অপ্রয়োজনীয় ডায়ালাইসিস।
ভুল ফ্লুইড ব্যালান্স।
সন্দেহজনক লেবেল।
এগুলো শুধু ভুল না—এগুলো পরিকল্পিত হতে পারে।
ঠিক তখনই তার মোবাইলে নোটিফিকেশন।
একটা অজানা ইমেইল।
Subject: “Dialysis Unit – Truth Inside”
তিনি ফাইল খুললেন।

ভিতরে ছিল—

একটা এক্সেল শিট।

রোগীদের নাম।

ডায়ালাইসিস সংখ্যা।

ইনস্যুরেন্স ক্লেইম।

সংখ্যাগুলো দেখে তার হাত ঠান্ডা হয়ে গেলো।

কারণ প্রতিটি মৃত্যুর সাথে জড়িত ছিল—অস্বাভাবিকভাবে বড় অঙ্কের টাকা।

আরিয়ান ধীরে চেয়ারে হেলান দিলেন।

এখন আর সন্দেহ নেই।

এটা শুধু ভুল চিকিৎসা না।

এটা একটা ব্যবসা।

আর তিনি···

ইতিমধ্যেই সেই ব্যবসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন।

রাত প্রায় ১১টা।

লাইফলাইন হাসপাতালের বেশিরভাগ ফ্লোর নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। দিনের ভিড় কমে গেলে হাসপাতালের একটা আলাদা চেহারা দেখা যায়—লম্বা ফাঁকা করিডোর, দূরে মনিটরের শব্দ, আর মাঝে মাঝে নার্সদের দ্রুত হাঁটার আওয়াজ।

ডা. আরিয়ান রিশাদ সোজা ল্যাবের দিকে যাচ্ছিলেন।

তার মাথায় ঘুরছে ডায়ালাইসিস ইউনিটের সব দৃশ্য—অপ্রয়োজনীয় ডায়ালাইসিস, অদ্ভুত ফ্লুইড ব্যাগ, আর ইমেইলে পাওয়া সেই ইনস্যুরেন্স ডাটা।

ল্যাবের দরজা আধখোলা ছিল।

ভিতরে ঢুকতেই তিনি দেখলেন—টেকনিশিয়ান রুবেল একা বসে কম্পিউটারে কাজ করছে।

তার চোখে অস্থিরতা।

"রুবেল," — আরিয়ান শান্ত গলায় বললেন, "আমি কিছু রিপোর্ট দেখতে চাই।"

রুবেল একবার চারপাশে তাকালো।

তারপর ধীরে বললো—

"স্যার··· আপনি আমাকে সমস্যায় ফেলবেন না তো?"

"আমি শুধু সত্য জানতে চাই," — আরিয়ান বললেন।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রুবেল ড্রয়ার খুলে কয়েকটা ফাইল বের করলো।

হাতে লেখা র' রিপোর্ট।

আর পাশে সফটওয়্যার প্রিন্ট।

দুটো মিলিয়ে দেখতেই আরিয়ানের বুক কেঁপে উঠলো।

Creatinine: ২.৯ → সফটওয়্যারে ৬.৪

Potassium: নরমাল → সফটওয়্যারে হাই

"এগুলো কে বদলায়?" — তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন।

রুবেল গলা নামিয়ে বললো—

"আমরা শুধু ডাটা এন্ট্রি করি স্যার··· উপরের অর্ডার আসে।"

"কার কাছ থেকে?"

রুবেল উত্তর দিল না।

কিন্তু তার চোখে ভয় স্পষ্ট।

ঠিক তখনই ল্যাবের আলো হঠাৎ নিভে গেল।

ঘর অন্ধকার।

দূরে জেনারেটরের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

কারো পায়ের শব্দ—ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

রুবেল ফিসফিস করে বললো—

"স্যার··· আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি···"

দরজার ফাঁক দিয়ে একটা ছায়া দেখা গেল।

কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক সেকেন্ড পরে আলো আবার জ্বলে উঠলো।

কেউ নেই।

কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

আরিয়ানের বুকের ভিতর ধড়ফড় শুরু হলো।

ঠিক তখনই তার মোবাইল কাঁপলো।

একটা মেসেজ।

"স্টপ ইনভেস্টিগেশন। না হলে পরের রিপোর্ট আপনার।"

তিনি চারপাশে তাকালেন।

মনে হচ্ছিল কেউ তাকে দেখছে।

রুবেল কাঁপা গলায় বললো—

"স্যার··· এখানে অনেকেই জানে কি হচ্ছে··· কিন্তু কেউ কিছু বলে না। চাকরি চলে যাবে··· কিংবা···"

"কিংবা?" — আরিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

রুবেল চোখ নামিয়ে বললো—

"কেউ কেউ হঠাৎ ট্রান্সফার হয়ে যায়··· কেউ আর ফিরে আসে না।"

ঘরের বাতাস ভারী হয়ে গেল।

আরিয়ান দ্রুত সব ফাইলের ছবি তুলে নিলেন।

কম্পিউটার থেকে কিছু ডাটা নিজের পেনড্রাইভে কপি করলেন।

বের হওয়ার সময় তিনি দেখলেন—করিডোরের শেষে CCTV ক্যামেরা তার দিকেই ঘুরে আছে।

মনে হলো—তার প্রতিটি পদক্ষেপ এখন নজরে।

নিজের কেবিনে ফিরে তিনি দরজা বন্ধ করে বসে পড়লেন।

ফাইলগুলো আবার খুললেন।

ডায়ালাইসিস সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রিপোর্ট বদলানো হচ্ছে।

হাই পটাশিয়াম দেখিয়ে জরুরি ডায়ালাইসিস।

তারপর জটিলতা··· মৃত্যু।

এটা শুধু ইনস্যুরেন্স ফ্রড না—এটা পরিকল্পিত চিকিৎসা নির্যাতন।

তার হাত মুঠো হয়ে গেল।

ঠিক তখনই অজানা নম্বর থেকে ফোন।

তিনি রিসিভ করলেন।

অপরিচিত ঠান্ডা কণ্ঠ—

"ডা. আরিয়ান··· আপনি ভালো ডাক্তার। নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করবেন না।"

লাইন কেটে গেল।

তিনি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন।

ভয় ছিল।

কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিল রাগ।

কারণ এখন তিনি নিশ্চিত—

এই হাসপাতালের ভিতরে কেউ শুধু টাকা না, মানুষের জীবন নিয়েও খেলছে।

আর তিনি···

এখন আর পিছু হটার অবস্থায় নেই।

সকাল হালকা সোনালী আলো ফেলছিল হাসপাতালের কাচের দেয়ালে।

ডা. আরিয়ান রিশাদ তার কেবিনে বসে ফাইলগুলো একবার আরও দেখছিলেন।
প্রতিটি রোগীর তথ্য, প্রতিটি ডায়ালাইসিস রিপোর্ট—সব কিছু যেন তার সামনে ফুটে উঠছে।
তবে এক ফাইল চোখে পড়ল না—গত মাসে মৃত্যুবরণ করা তিনজন রোগীর শেষ রিপোর্টগুলো।
"না··· এটা কোথায়?" তিনি ফিসফিস করলেন।
তাদের নাম এবং সময়ের রেকর্ড মিলিয়ে দেখলেও শেষ ডেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
নীলা এসে বললো—
"স্যার··· আমি খুঁজেছি··· ব্যস। শেষ রিপোর্টগুলো গায়েব।"
আরিয়ান গভীর নিশ্বাস নিলেন।
"গায়েব নয়, নিশ্চয় কেউ সরিয়েছে," তিনি বললেন।
"এটা বোঝায়, কেউ চাইছে আমরা সত্যটা না জানি।"
ডায়ালাইসিস ইউনিটে গিয়ে আরিয়ান দেখলেন, মেশিনগুলো একদম স্বাভাবিক।
কিন্তু রোগীরা এখনো ভয়ে কাঁপছে।
এক রোগী বললো—
"ডাক্তার··· গতবারও আমি সুস্থ ছিলাম। এবার হঠাৎ···"
আরিয়ান নীরব হয়ে শুনলেন।
তিনি জানতেন—এখানে শুধু ভুয়া রিপোর্ট নয়, মানুষের জীবনও ধাপে ধাপে ব্যবহার করা হচ্ছে।
ফিরে কেবিনে এসে তিনি নিজের ডেস্কে বসে একটি পুরনো কপি খুললেন।
তাতেই চোখ আটকে গেল—এক ফাইলের লাইনগুলো সংরক্ষিত হলেও, সফটওয়্যারে সেই তথ্য আর নেই।
হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। অজানা নাম্বার।
"ডা. আরিয়ান··· আমরা জানি তুমি খুঁজছ," ঠান্ডা কণ্ঠ বলল।
"সাবধানে কাজ করো··· না হলে শেষ ফাইলটি হারাবে তুমি।"
লাইন কেটে গেল।
আরিয়ান চুপচাপ ফোন তাকালেন।
তার মধ্যে রাগ জন্ম নিল—"আমি থামব না," তিনি ভেতরে ভেতরে বললেন।
পরের মুহূর্তে নীলা কাঁপা গলায় বললো—
"স্যার··· আমি আজকে রাতে ইউনিটে থাকব না। কেউ আমাকে ধরে ফেলতে পারে।"
আরিয়ান তার দিকে তাকালেন।
তার চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।
"নীলা··· আমরা একসাথে এগোব। সত্য সামনে আসবেই।"
তিনি আবার হারিয়ে যাওয়া ফাইলের দিকে তাকালেন।
এই ফাইলের মধ্যে লুকানো আছে—
প্রত্যেক মৃত্যু, প্রতিটি অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের সূচনা।

আর এখন…

ডা. আরিয়ান বুঝতে পারছিলেন, তিনি শুধু একটি রোগীকে বাঁচাচ্ছেন না।

তিনি লড়াই করছেন পুরো সিস্টেমের বিরুদ্ধে।

ডা. আরিয়ান রিশাদ রাতে তার কেবিনে বসে রিপোর্টগুলো দেখছিলেন।

নিলার মেসেজ বারবার স্মরণ করাচ্ছিল—"স্যার, আজ রাতে আমি ইউনিটে থাকব না।"

আরিয়ান বুঝতে পারছিল, নীলা একা এভাবে চলতে পারবে না।

রাত ১টা।

ডায়ালাইসিস ইউনিট নিস্তব্ধ। শুধু মেশিনের হালকা টিকটিক।

নীলা ভেতরে ঢুকল, হালকা কণ্ঠে বলল—

"স্যার··· আমি যেটা দেখেছি··· কেউ জানবে না। কিন্তু খুব বড় বিষয়।"

আরিয়ান মাথা নড়ালো।

"ঠিক আছে, দেখাও।"

নিলা সাবধানে একটি পুরনো কেস ফাইল বের করল।

ফাইলের মধ্যে কয়েকজন রোগীর তথ্য মিলছে না।

ডায়ালাইসিসের সংখ্যা আর রিপোর্টের মান মিলছে না।

এক রোগী, যিনি গত সপ্তাহে সুস্থ ছিলেন, হঠাৎ মৃত্যুর রিপোর্টে যুক্ত।

"স্যার··· তারা এখানে রোগীকে কিভাবে ব্যবহার করছে—আমি ভয় পাচ্ছি।"

তিনি নীরব।

তার চোখে দৃঢ়তা।

"নীলা, তুমি যা দেখেছ, সেটা কোনো কাগজে লিখে রাখো। আমি সব দেখব।"

হঠাৎ ইউনিটের লাইট ফ্লিকার করল।

মেশিনের শব্দ পরিবর্তিত হলো।

দূরে কেউ হেঁটে আসে। আরিয়ান বুঝতে পারলেন কেউ তাদের দিকে তাকাচ্ছে।

"ডা. আরিয়ান··· আমরা বের হই," নীলা ফিসফিস করে বলল।

তিনি মাথা নেড়ে ইঙ্গিত দিলেন।

তাদের পা ফাঁকা করিডোরে রাখতেই, নীলা হঠাৎ একটি ড্রয়ারের দিকে নজর দিল।

ড্রয়ারে পুরনো ফাইল।

হঠাৎ··· দরজা ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

আরিয়ার চোখে সন্দেহ।

"এটা কেউ করে করছে···"

নীলা ভিতরে ঢুকতে চাইল, হঠাৎ মেশিনের এক অ্যালার্ম বেজে উঠল।

ডা. আরিয়ান তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলেন।

মেশিন ঠিক করল।

নীলা বলল—"স্যার··· তারা জানে আমরা এখানে। আমি ভয় পাচ্ছি।"

আরিয়ান তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"নীলা··· ভয় করো না। আমরা একসাথে এই সত্য বের করব। আর যদি কেউ বাধা দেয়, আমরা থামব না।"

নিলার চোখে তখন কাঁদার জল।

কিন্তু সে জানল, আরিয়ান সত্যের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন।

এই রাতটা ছিল তাদের প্রথম ঝুঁকি।

এবং সেই রাত থেকে তারা জানল—হাসপাতাল শুধু রোগী বাঁচানোর জায়গা নয়।

এটা একটি অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে সত্য এবং ন্যায়ের জন্য লড়তে হবে।

সকাল ৭ টা।

হাসপাতালের করিডোরে সবকিছু শীতল, পেশাদার, নিখুঁত। কিন্তু ডা. আরিয়ান রিশাদ জানত—ভিতরের অন্ধকার অন্যরকম।

ডায়ালাইসিস ইউনিটে ঢুকতেই তিনি দেখলেন ডা. সামির, সিনিয়র নেফ্রোলজিস্ট, দাঁড়িয়ে।

তার চোখে স্বাভাবিকতার মুখোশ।

কিন্তু আরিয়ানের চোখে ধুলো মেলেনি—সেখানে ঠান্ডা, হিসাবযুক্ত পরিকল্পনার ছায়া।

"ডা. আরিয়ান," সামির বললেন, "আজ আমি তোমার সঙ্গে কিছু কেস রিভিউ করতে চাই।"

কেসগুলো ডেস্কে সাজানো।

প্রতিটি ডায়ালাইসিস রিপোর্ট।

প্রতিটি মৃত রোগীর ফাইল।

আরিয়ান চোখ মেলে দেখলেন—সব রিপোর্টে একই ধরনের অস্বাভাবিকতা।

কেউ যদি সাধারণ চোখে দেখে, মনে হবে সব নিয়ম অনুযায়ী।

কিন্তু এই সংখ্যা, এই সময়, এই পরিবর্তন—সবই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত।

"সালটা দেখো," সামির বললেন।

"এই রোগী, মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, হঠাৎ মৃত্যুর রিপোর্টে যুক্ত হয়েছে।

তুমি কি জানো, কত টাকা এসেছে হাসপাতালের ইনস্যুরেন্স থেকে?"

আরিয়ান চুপ।

হঠাৎ বুঝতে পারল—সামির শুধু ডাক্তার নয়, হাসপাতালের ভিতরের সব ব্যবসায়িক হিসাবও দেখছে।

সামির ধীরে বললেন—

"ডা. আরিয়ান, তুমি ভালো ডাক্তার। কিন্তু এখানে ভালো হওয়া যথেষ্ট নয়।

তোমার কাজ হলো নিয়ম মেনে চলা। বেশি প্রশ্ন করলে, তুমি সমস্যা তৈরি করবে।"

আরিয়ান মনে মনে বলল—এটা হুমকি।

সামির একেবারে ঠান্ডা, কোন দয়া নেই।

হঠাৎ সামির ডেস্কের ড্রয়ার খুলে দেখালেন—পুরনো রিপোর্ট।

"এই রিপোর্টগুলো? কেউ বুঝতেও পারবে না। কিন্তু সত্যি জানি··· কেউ যদি এগুলো প্রকাশ করে, পুরো হাসপাতাল ধ্বংস হবে।"

আরিয়ান ফিসফিস করে বললেন—

"আপনি এটা করার জন্য মানুষকে ব্যবহার করছেন। রোগীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছেন।"

সামির হাসলো।

"ডা. আরিয়ান··· রোগীর মৃত্যু হোক বা বাঁচুক—এটা আমাদের ব্যবসার অংশ। তুমি যদি সেটা না বুঝো, তুমি এখানে টিকে থাকতেই পারবে না।"

আরিয়ান বুঝতে পারল—সামির শুধু ডাক্তারের দায়িত্বে নেই।

তিনি পুরো হাসপাতাল, অর্থ, এবং মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন।

এবং যে কেউ দাঁড়াবে সত্য বলার পথে, তার জন্য পথ বন্ধ।

ডা. আরিয়ান নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হৃদয় অস্থির।

মাথায় একটাই দৃঢ় সংকল্প—এবার তিনি সামিরের এই অন্ধকার পরিকল্পনা উন্মোচন করবেন।

বাইরে হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

অজানা নাম্বার।

"ডা. আরিয়ান··· তুমি খুব দূর চলে গেছ। থামাও, না হলে শেষ কেস হবে তোমার।"

ডা. আরিয়ান জানলেন—এটা শুধুমাত্র হুমকি নয়।

এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

কিন্তু সত্যের জন্য তার থামার কোন ইচ্ছে নেই।

রাত প্রায় ২টা।

লাইফলাইন হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিট নিস্তব্ধ।

শুধু মেশিনের হালকা টিকটিক আর দূরে ICU থেকে আসা নীরব ফিসফিস।

ডা. আরিয়ান রিশাদ তার ডেস্কে বসে রিপোর্টগুলো একবার আরও যাচাই করছিলেন।

হঠাৎ নজরে পড়ল—একটি রোগীর ফাইল, যিনি মৃত্যুর আগে "লাইফলাইন" হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটে ছিলেন, কিন্তু রিপোর্টে কিছু অসামঞ্জস্য।

ফ্লুইডের লেবেল মিলে না।

ইনভেন্ট টাইমলাইন মিলছে না।

এবং সবচেয়ে অদ্ভুত—রোগীর ডায়াগনোসিস সঠিকভাবে লেখা হয়নি, কিন্তু তার মৃত্যুর রিপোর্টে দ্রুত "কিডনি ফেলিওর" যুক্ত।

আরিয়ান মাথা চেপে ধরলেন।

"এটা স্বাভাবিক নয়। কেউ কিছু লুকাচ্ছে।"

ফিরে তাকালেন। নীলা বসে আছে।

"স্যার··· আমি আজকে রাতে দেখতে পেলাম—কিছু ফাইল অন্য কক্ষে সরানো হয়েছে। কেউ চাইছে আমরা সেটা খুঁজে না পাই।"

ডা. আরিয়ান নীরব।

তার চোখে জোরালো অনুপ্রেরণা।

তিনি ধীরে অফিসের একটি কেবিন খুললেন।

ভেতরে ছোট্ট একটি লকার।

সেখানে পুরনো ফাইলের স্তূপ।

এবং একটি খোলা ফোল্ডারে লেখা—"কেস ১২, অ্যানোনিমাস"।

আরিয়ান ফাইল খুলতেই চোখ বড় হয়ে গেলো।

এক রোগীর নাম, বয়স, তার মৃত্যু—সবই ফাঁকা।

কিন্তু পাশে ছোট হ্যান্ডরাইটেন নোট:

"রিমুভড অর্গান—ইনসট্রাকশন ফ্রম MD"

আরিয়ান কাঁপতে লাগল।

"এই··· এটা কী?"

নীলা কাঁপা কণ্ঠে বলল—

"স্যার··· আমি শুনেছি কিছু রোগীর অর্গান হাসপাতালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ প্রকাশ করে না। কেউ দেখবে না।"

আরিয়ান হঠাৎ সব মিলিয়ে দেখলেন—ডায়ালাইসিস, ইনস্যুরেন্স, রিপোর্টের ম্যানিপুলেশন, অদৃশ্য মৃত্যুর সংখ্যা···

এখানে শুধু চিকিৎসা নয়, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ব্যবসার অংশ।

তার মাথায় একটাই সিদ্ধান্ত জন্ম নিল—

“আমি এই সত্য বের করব। আর কাউকে নষ্ট হতে দেব না।”

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ ল্যাবের লাইট ফ্লিকার করল।

দূরে কেউ হেঁটে আসছে।

ডা. আরিয়ান বুঝতে পারলেন—তার গোপন অনুসন্ধান নজরে এসেছে।

নীলা পাশে দাঁড়াল।

“স্যার··· আমি ভয় পাচ্ছি। তারা আমাদের দেখছে।”

ডা. আরিয়ান তার কাঁধে হাত রাখলেন।

“ভয় কিছুর নয়, নীলা। আমরা সত্যের পথে আছি। আর আমরা থামব না।”

সেদিন রাত থেকে তাদের লড়াই শুধু রিপোর্ট এবং ডাটা নয়।

এটা হয়ে গেল একটি প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি লড়াই।

হাসপাতালের ভিতরে, যেখানে কেউ চিৎকার করবে না, কেউ দেখবে না, সেখানে সত্যকে বের করা হবে।

রাত প্রায় ১২টা।

লাইফলাইন হাসপাতালের করিডোর নিস্তব্ধ।

শুধু ডায়ালাইসিস ইউনিটের মেশিনের টিকটিক, দূরে ICU থেকে আসা ফিসফিস, এবং কয়েকটা দূরবর্তী বাতির ঝিকিমিকি।

ডা. আরিয়ান রিশাদ নিজের কেবিনে বসে ছিল।

আজকের রাতটা বিশেষ—তিনি নীলার সঙ্গে ডায়ালাইসিস ইউনিটের সব ফাইল চেক করেছেন।

মৃত রোগীদের নাম, অদ্ভুত ডায়ালাইসিস সংখ্যা, রিপোর্টের ম্যানিপুলেশন, এবং অর্গান ট্রাফিকিংয়ের হুমকি—সব কিছু মিলিয়ে একটি ভয়ঙ্কর ছবি চোখের সামনে।

হঠাৎ মোবাইল বাজল।

অজানা নাম্বার।

আরিয়ান ফোন রিসিভ করলেন।

"ডা. আরিয়ান··· তুমি খুব দূরে চলে গেছ। থামো। না হলে শেষ কেস হবে তোমার।"

ডা. আরিয়ান চুপ।

"আপনি কে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

কণ্ঠে কোনো ত্রুটি নেই—ঠান্ডা, হিসাবযুক্ত।

"আমরা সব জানি। তুমি একা নয়। কিন্তু তুমি যদি একধরনের সীমা অতিক্রম করো··· সব শেষ হবে। তোমার পরিবার, তোমার ক্যারিয়ার—সব। থামো। এটা তোমার জন্যই উপদেশ।"

ফোন কেটে গেল।

আরিয়ান দম নিতে পারছিলেন না।

তার শরীর কাঁপছে, কিন্তু চোখে ধোঁয়া নেই।

তিনি জানতেন—এটি প্রথম সরাসরি হুমকি।

এখন থেকে তাকে সতর্ক হতে হবে।

কিন্তু আর পিছন ফিরে যাওয়ার উপায় নেই।

নীলা কেবিনের দরজা খুলে ঢুকল।

"স্যার··· আজকের রাতে ইউনিটে কেউ আমাকে খুঁজছে।"

"আমরা সতর্ক থাকব," আরিয়ান বললেন।

"কিন্তু এই সত্যকে আমরা বের করব। কেউ বাধা দিলে··· আমরা থামব না।"

হঠাৎ করিডোরের শেষ প্রান্তে অদ্ভুত ছায়া।

দূরে ডোরবেলের আওয়াজ।

কেউ আসছে। ধীরে ধীরে।

আরিয়ান নীলার দিকে তাকালেন।

"প্রস্তুত হও।"

সেই মুহূর্তে করিডোরের লাইট ফ্লিকার করল।

একটি কৃত্রিম শব্দ—"বিপজ্জনক এলাকা—পিছনে ফিরো না"—মনের মধ্যে বাজছে যেন।

এভাবেই রাত শেষ হলো।

ডা. আরিয়ান জানল—এখন থেকে এই লড়াই শুধু ডেটা বা রিপোর্টের নয়।

এটা হয়ে গেছে জীবনের জন্য লড়াই।

কেউ জানে না, কেউ দেখবে না।

তবে সত্যকে বাধ্যতামূলকভাবে বের করতে হবে।

সকাল ছড়িয়ে পড়ছিল ঢাকা শহরে, কিন্তু লাইফলাইন হাসপাতালের করিডোরে যেন কেবল নিস্তব্ধি।
ডা. আরিয়ান রিশাদ কেবিনের ডেস্কে বসে রিপোর্টগুলো একবার আরও যাচাই করছিলেন।
নীলা পাশে বসে কিছুটা অস্থির।
"স্যার··· আমি কিছুটা ভয় পাচ্ছি," সে বলল।
আরিয়ান তার দিকে তাকাল।
"ভয় করো না, নীলা। আমরা সত্যের পথে আছি। আর কেউ যদি বাধা দেয়, আমরা থামব না।"
ডা. আরিয়ান মনোযোগ দিলেন—ফাইলের এক কোণে ছোট একটি নোট।
লেখা: "Confidential—Secret Death List"
তার হাত কাঁপতে লাগল।
ফাইল খুলতেই চোখে পড়ল—গত ছয় মাসে মৃত রোগীদের নাম।
ডায়ালাইসিসের সংখ্যা, রিপোর্টের ম্যানিপুলেশন, মৃত্যুর সময়।
সব মিলিয়ে একটি নিখুঁত, পরিকল্পিত তালিকা।
"এই··· সবাই পরিকল্পিতভাবে মারা গেছে?" আরিয়ান চুপ।
নীলা ফিসফিস করে বলল—
"স্যার··· আমি কিছুদিন আগে শুনেছি—কেউ যদি তালিকায় থাকে, তার মৃত্যুর পরে অঙ্গ হাসপাতালের বাইরে যায়।"
আরিয়ান মাথা চেপে ধরলেন।
"এই তালিকা শুধু মৃত্যু নয়··· অর্গান ট্রাফিকিংয়ের প্রমাণ।"
তারা নীরব হয়ে ফাইল খুঁজতে লাগল।
প্রতিটি নাম, প্রতিটি রিপোর্ট, প্রতিটি ডেটা—সবই একটি ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকছে।
যেখানে রোগীকে ব্যবহার করা হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যবসার জন্য।
হঠাৎ নীলার চোখে কিছু ভেসে উঠল।
এক রোগীর নাম, যিনি সম্প্রতি ডায়ালাইসিসে ছিলেন, এবং মারা গেছেন—তাদের রিপোর্টে অদ্ভুতভাবে নকল রিপোর্ট ও ম্যানিপুলেশন দেখা যাচ্ছে।
নীলা দ্রুত বলে উঠল—
"স্যার··· এটা নতুন। কেউ এই তালিকায় নতুন করে যুক্ত করছে।"
আরিয়ান মাথা কুঁচকালেন।
"তাহলে এখন আমরা অনেক বড় ষড়যন্ত্রের সামনে।"
তাদের হাতে ফাইল ধরেই আসে সিদ্ধান্ত—এই তালিকাকে সবাইকে দেখাতে হবে।
কিন্তু বিপদ ছিল।
ফাইল থেকে চোখ সরিয়ে তারা করিডোরে তাকাল।
দূরে লম্বা ছায়া ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল।
কেউ টের পেলে পুরো ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়ে যাবে।
নীলা ডর কেটে বলল—

“স্যার··· আমরা একসাথে এগোচ্ছি, কিন্তু কেউ যদি দেখে?”

আরিয়ান ফিসফিস করে বললেন—

“ভয় নয়। আমরা সত্যের পথে। আর কেউ বাধা দিলে, আমরা থামব না।”

ছায়া ক্রমেই কাছে আসছে।

হঠাৎ ল্যাবের দরজা খোলার শব্দ।

নীরবতা ছিন্ন হলো।

আরিয়ান ও নীলা দুজনই বুঝলেন—এটা শুধুমাত্র ষড়যন্ত্র নয়।

এখন থেকে তাদের লড়াই হবে জীবন এবং মৃত্যু—সত্যের জন্য।

এভাবেই, গোপন মৃত্যু তালিকা তাদের সামনে উন্মোচিত হলো।

এবার, আর কোনো জায়গা নিরাপদ নয়।

রাত প্রায় ১টা।

ডা. আরিয়ান রিশাদ কেবিনে বসে ল্যাপটপে সমস্ত ফাইল একবার আরও যাচাই করছিলেন।

গোপন মৃত্যু তালিকা, অর্গান ট্রাফিকিং, রিপোর্টের ম্যানিপুলেশন—সবই চোখের সামনে।

নীলা পাশে বসে অস্থির।

"স্যার··· আজ রাতে কেউ ইউনিটে আমাদের দেখেছে। আমি ভয় পাচ্ছি।"

আরিয়ান তার দিকে তাকালেন।

"ভয় নয়, নীলা। আমরা সত্যের পথে আছি। আর কেউ বাধা দিলে, আমরা থামব না।"

ঠিক তখনই হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

অজানা নাম্বার।

"ডা. আরিয়ান··· আমরা জানি তুমি লুকিয়ে অনুসন্ধান করছ। তুমি খুব দূরে চলে গেছ। থামাও। না হলে শেষ ফাইলটি তোমার।"

ফোন কেটে গেল।

আরিয়ান ধীরে নিশ্বাস নিলেন।

এটা এবার সরাসরি হুমকি।

হঠাৎ করিডোরে অদ্ভুত অন্ধকার।

দূরের কোণে দুটি ছায়া ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল।

আরিয়ান বুঝলেন—তারা নীলার দিকে তাকিয়ে আছে।

"স্যালার্ম ট্রিপ হবে না,"—নীলা ফিসফিস করে বলল।

আরিয়ান ধীরে বললেন, "চুপচাপ এগো।"

দুই ছায়া নিকটে আসতেই, নীলা হঠাৎ থেমে গেল।

একজন কঠিন কণ্ঠে বলল, "ডা. আরিয়ান··· তুমি ভুল পথে চলছ। আমাদেরকে বাধা দাও না।"

আরিয়ান জানতেন—এটা শুধু হুমকি নয়।

এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ ঝুঁকিপূর্ণ।

তাদের চোখের সামনে এক ল্যাপটপ খুলে রিপোর্টের উপর কালি দিয়ে কিছু লেখা হলো।

"NEXT TARGET — YOU"

নীলা কাঁপতে লাগল।

আরিয়ান তার হাত ধরে বললেন, "ভয় নয়। সত্য সামনে আসবেই। কেউ বাধা দিলে আমরা থামব না।"

হঠাৎ করিডোরের শেষ প্রান্তে আরেকটি ছায়া।

ডা. আরিয়ান বুঝলেন—এখন তারা একেবারে পর্যবেক্ষণ alatt।

প্রথমবার তাদের অনুসন্ধান নজরে এসেছে।

এভাবেই রাত শেষ হলো।

এবার থেকে তাদের লড়াই শুধু রিপোর্টের নয়।

এটা হয়ে গেছে সরাসরি জীবনের বিপদে লড়াই।

সকাল প্রায় হালকা সোনালী।

হাসপাতাল করিডোরে দূরদূরান্তের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

কিন্তু ডা. আরিয়ান রিশাদ জানতেন—এই শীতল আলো শুধু বাইরের মুখোশ।

ভিতরে, ডায়ালাইসিস ইউনিটের নিস্তব্ধতা আর মেশিনের হালকা টিকটিকের মধ্যে লুকানো ষড়যন্ত্র চলছে।

ডা. আরিয়ান এবং নীলা কেবিনে বসে গোপন ফাইলগুলো যাচাই করছিলেন।

নীরবতা শুধু তাদের ফাইলের পাতার কণ্ঠ শোনাচ্ছিল।

প্রতিটি রোগীর নাম, ডায়ালাইসিস সংখ্যা, অদৃশ্য রিপোর্ট পরিবর্তন—সব মিলিয়ে একটি ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে উঠছিল।

নীলা হঠাৎ ফিসফিস করে বলল—

"স্যার··· এই ফাইলটা দেখুন। মৃত রোগীর অঙ্গ বাইরে যাচ্ছে।"

আরিয়ান ফাইল খুলল।

ফলাফলে দেখলেন—কিছু রোগীর কিডনি, লিভার এবং অন্যান্য অঙ্গ হাসপাতালের বাইরে কিছু ক্লিনিকে বিক্রি হচ্ছে।

প্রতিটি অঙ্গের সাথে ছিল ইনভয়েস নোট।

সবই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত, যাতে কোন আনুমানিক হিউম্যান রাইটস অডিট ধরা না দেয়।

আরিয়ান মাথা চেপে ধরলেন।

"এটা শুধু চিকিৎসা নয়··· এটা ব্যবসা। মানুষকে ব্যবহার করা হচ্ছে!"

নীলা আরও বলল—

"স্যার··· আমি শুনেছি, যারা প্রতিবাদ করে বা রিপোর্ট বের করার চেষ্টা করে, তারা হঠাৎ ট্রান্সফার বা চাকরি হারায়। কেউ আর ফিরে আসে না।"

ডা. আরিয়ান গভীর নিশ্বাস নিলেন।

তিনি জানতেন—এখানে শুধু চিকিৎসা নয়, মানুষকে হত্যা এবং অঙ্গ পাচারের একটি সিস্টেম তৈরি হয়েছে।

সামিরের চোখে সব হিসাব, আর হাসপাতালে অন্যান্য সিনিয়র ডাক্তারদের সহযোগিতা—সব মিলিয়ে নিখুঁত ষড়যন্ত্র।

হঠাৎ ল্যাপটপে একটি নতুন ফোল্ডার ফ্লিকার করল।

নামে লেখা—"Priority Organs — Top Secret"

আরিয়ান ও নীলা নীরব হয়ে তাকাল।

ফোল্ডারের মধ্যে পুরো চার্ট, রোগীর নাম, অঙ্গ এবং সম্ভাব্য বাজার মূল্যের হিসাব।

সবকিছু কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ।

এক নজরে বোঝা যাচ্ছে—এই হাসপাতাল শুধু রোগী বাঁচায় না, মানব অঙ্গকে ব্যবসার অংশ বানাচ্ছে।

"নীলা··· এখন আমরা শুধু রিপোর্ট দেখছি না," আরিয়ান বললেন।

"আমরা এই ষড়যন্ত্রের সরাসরি সাক্ষী। এখন থেকে আমাদের কেবল সতর্কতা নয়—প্রমাণ দরকার।"

হঠাৎ করিডোরের লাইট ফ্লিকার করল।

দূরে হালকা ছায়া।

কেউ এগোচ্ছে।

নীলা কাঁপা কণ্ঠে বলল—

“স্যার··· তারা আমাদের খুঁজছে।”

আরিয়ান তার হাত ধরে বললেন—

“ভয় নয়। আমরা সত্যের পথে। কেউ বাধা দিলে আমরা থামব না। সত্য প্রকাশ করতে হবে।”

এই রাতের শেষে তারা বুঝল—এখন থেকে লড়াই হবে সরাসরি জীবন, মৃত্যু, এবং সত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের। এবার আর কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।

দূরে হালকা ছায়া।

কেউ এগোচ্ছে।

নীলা কাঁপা কণ্ঠে বলল—

“স্যার··· তারা আমাদের খুঁজছে।”

আরিয়ান তার হাত ধরে বললেন—

“ভয় নয়। আমরা সত্যের পথে। কেউ বাধা দিলে আমরা থামব না। সত্য প্রকাশ করতে হবে।”

এই রাতের শেষে তারা বুঝল—এখন থেকে লড়াই হবে সরাসরি জীবন, মৃত্যু, এবং সত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের। এবার আর কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।

ডা. আরিয়ান রিশাদ এবং নীলা কেবিনে বসে ফাইলগুলো পুনঃপর্যালোচনা করছিলেন।
গোপন মৃত্যু তালিকা, অর্গান ট্রাফিকিং ডাটা, ইনভয়েস, সবই চোখের সামনে।
নীরবতা—শুধু ল্যাপটপের হালকা শব্দ।
"স্যার··· আমরা কেবল তথ্য সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এখন কি করা যাবে?" নীলা জিজ্ঞেস করল।
আরিয়ান মাথা নেড়ে বললেন,
"এখন সময় এসেছে—we strike back. আমরা শুধু সত্য দেখব না, এবার প্রমাণ সহ সবাইকে প্রকাশ করব। কিন্তু প্রথমে আমাদের সরাসরি বিপদে পড়তে হবে না।"
তারা পরিকল্পনা করল—

- হাসপাতালের সিকিউরিটি সিস্টেমে প্রবেশ করে গোপন রিপোর্টের ব্যাকআপ তৈরি।
- অর্গান ট্রাফিকিংয়ের সব হিসাব ল্যাপটপে সেভ করে বহির্জগতে প্রমাণ হিসেবে রাখা।
- সামিরের চোখ এড়িয়ে ইউনিটে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা।

রাত ১টা।
ডায়ালাইসিস ইউনিট নিস্তব্ধ।
আরিয়ান ও নীলা চুপচাপ করিডোরে প্রবেশ করল।
নীলা বলল,
"স্যার··· আমি এখনই ভয় পাচ্ছি।"
আরিয়ান তার কাঁধে হাত রাখলেন,
"ভয় নয়। আমরা লড়াই করছি মানুষের জন্য। কেউ বাধা দিলে, আমরা থামব না।"
তারা ল্যাপটপ খুলল।
সফটওয়্যার ফোল্ডার খুলে সব রিপোর্ট কপি করল।
প্রতিটি ফাইল, প্রতিটি নাম, প্রতিটি অঙ্ক—সবই সেভ।
হঠাৎ হালকা শব্দ—
দূরের করিডোরে ছায়া।
দূরে সিসিটিভি ক্যামেরার লেন্সে তাদের প্রতিফলন।
নীলা চুপচাপ ফিসফিস করল,
"স্যার··· কেউ দেখছে।"
আরিয়ান মাথা নেড়ে বললেন,
"আমাদের ঝুঁকি আছে, কিন্তু এটা সত্যের জন্য। আমরা থামব না।"
তারা ডাটা বহির্জগতে পাঠাল।
প্রথমবার সরাসরি সরাসরি হামলার পরিকল্পনা সফল হলো।
এবার থেকে হাসপাতালের ভিতরের ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে ফাঁস হবে।

সকাল নেমে এসেছে, কিন্তু লাইফলাইন হাসপাতালের ভিতর যেন অন্ধকারেই ডুবে আছে।
ডা. আরিয়ান রিশাদ জানতেন—গত রাতের ডাটা এক্সপোজure সামিরের নজর এড়িয়ে যায়নি।
ডায়ালাইসিস ইউনিটে নীলা প্রথমবার হঠাৎ একা কাজ করছিল।
আরিয়ান ফাইল সেভ করে কম্পিউটারে কাজ করছিলেন।
হঠাৎ ইউনিটের দরজা চমকে খুলল।
সামির।
তার চোখে ঠান্ডা, হিসাবযুক্ত রাগ।
"ডা. আরিয়ান··· তুমি খেলতে চাও?"
কণ্ঠে কেবল ধমক।
"আমি জানি তুমি রিপোর্টে কি করেছ। কিন্তু কেউ আমাকে ঠেকাবে না।"
নীলা হঠাৎ পিছনে সরে গেল।
সামির ধীরে বললেন,
"আর, নীলা··· তুমি এখানে একা হলে বিপদে পড়বে। আমার ছোট্ট 'অর্ডার' আছে।"
নীলা কাঁপতে লাগল।
আরিয়ান তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,
"নীলা, ভয় নয়। আমরা একসাথে আছি। কেউ যদি বাধা দেয়, আমরা থামব না।"
সামির হঠাৎ ফোনে কল দিল।
কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জন বডি-গার্ড ইউনিটে ঢুকে পড়ল।
তারা নীলাকে ঘিরে ধরে।
আরিয়ান মুহূর্তে বোঝল—এটা সরাসরি প্রতিশোধ।
সামির চেষ্টা করছে—নীলাকে ব্যবহার করে আরিয়ানের উপর চাপ তৈরি করা।
আরিয়ান শান্ত, কিন্তু দৃঢ়।
তিনি ফিসফিস করে বললেন,
"নিরাপদভাবে বের হব। কিন্তু সত্য আমরা বের করব। কেউ বাধা দিলে থামব না।"
হঠাৎ নীলা চিৎকার করতে গিয়ে হাতছাড়া করল।
বডি-গার্ডরা সামান্য এগোল।
আরিয়ান দ্রুত ল্যাপটপ ধরে তাদের দিকে এগোল।
ডার্ক করিডোরে শুরু হলো প্রথম সরাসরি মুখোমুখি সংঘাত।

রাত ১০ টা।

লাইফলাইন হাসপাতালের সব ইউনিট নিস্তব্ধ।
শুধু মেশিনের হালকা টিকটিক, দূরে ICU থেকে আসা ফিসফিস।
ডা. আরিয়ান রিশাদ কেবিনে বসে ল্যাপটপে ফাইল চেক করছিলেন।
নীলা পাশে দাঁড়িয়ে চোখে ভয়ের ছায়া নিয়ে।
"স্যার··· সামির আজ রাতেই আমাদের খুঁজে বের করতে পারে।"
আরিয়ান ঠাণ্ডা স্বরে বললেন,
"নীলা, ভয় নয়। আমরা সত্যের পথে। এখন সময় এসেছে—first strike."
তারা পরিকল্পনা করল—হাসপাতালের কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করে অর্গান ট্রাফিকিংয়ের সম্পূর্ণ ব্যাকআপ হ্যাক করা।
লক্ষ্য—সব রিপোর্ট বহির্জগতে প্রমাণ হিসেবে সেভ করা, যাতে হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তাররা আর পালাতে না পারে।
নীলা তার হাতে USB ধরে আরিয়ানকে এগোতে সাহায্য করল।
দূরের সিসিটিভি ক্যামেরার দিকে তারা নীরব।
হঠাৎ হালকা শব্দ—কেউ ইউনিটের দরজায় আসছে।
আরিয়ান ফিসফিস করে বললেন,
"চুপচাপ। শুধু কাজ শেষ করব।"
ল্যাপটপ খুলে, তারা ফোল্ডার খুলল—Secret Organs List, Death List, Financial Records।
প্রতিটি ফাইল, প্রতিটি ডেটা, প্রতিটি রিপোর্ট—সবই কপি করা হলো USB তে।
হঠাৎ করিডোরের আলো ফ্লিকার করল।
দূরে ছায়া।
ডা. আরিয়ান বুঝলেন—এটি শুধু একটি হ্যাক নয়।
এখন তারা লক্ষ্যবস্তু।
নীলা কাঁপা কণ্ঠে বলল,
"স্যার··· কেউ আমাদের দেখছে।"
আরিয়ান হাত ধরে বললেন,
"ভয় নয়। আমরা সত্য বের করব। কেউ বাধা দিলে থামব না।"
হঠাৎ USB সম্পূর্ণ লোড হয়ে গেল।
তারা ফাইল বহির্জগতে পাঠাল—সরাসরি সাংবাদিক এবং নিরাপদ ক্লাউডে।
এটাই প্রথম বড় হ্যাক।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেছে ইউনিটের ভিতরে।

ডা. আরিয়ান রিশাদ এবং নীলা এক করিডোরে দাঁড়িয়ে, গত রাতের হ্যাকের ফলাফল নিয়ে ভাবছিলেন।

হঠাৎ—দূরের কোণে দুটি ছায়া দ্রুত এগোতে লাগল।

নীলা কেঁপে উঠল।

"স্যার··· তারা আসছে!"

আরিয়ান মুহূর্তে বুঝলেন—সামির সরাসরি নীলাকে লক্ষ্য করে পাঠিয়েছে।

"নীলা, চুপচাপ আমার দিকে আসো। কেউ দেখছে না।"

দুই ছায়া ক্রমশ কাছে এল।

বডি-গার্ডরা নীলাকে ধরতে চাইল।

আরিয়ান সোজা এগোল।

"ছোঁতে দিও না!"

হঠাৎ ল্যাপটপের মধ্যে থাকা সিকিউরিটি হ্যাক কাজ করল।

ক্যামেরা এবং লকডোর সিস্টেমে ছোট একটি ব্ল্যাকআউট তৈরি হলো।

বডি-গার্ডরা বিভ্রান্ত হলো।

নীলা সরে গেল, আরিয়ান তাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়াল।

"এখন আমরা শুধু বাঁচছি না," আরিয়ান বললেন,

"এবার আমরা মূল ষড়যন্ত্রকারীকে ফাঁস করব।"

ডা. আরিয়ান USB থেকে সব প্রমাণ সরাসরি সাংবাদিকদের এবং নিরাপদ ক্লাউডে আপলোড করলেন।

মৃত রোগীর নাম, অর্গান ট্রাফিকিং রিপোর্ট, ফাইন্যান্সিয়াল হিসাব—সবই প্রকাশ হলো।

দূরে সামির দাঁড়িয়ে দেখছে।

তার চোখে রাগ, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না।

কারণ সবার কাছে সত্য এখন স্পষ্ট।

নীলা আরিয়ানকে ধন্যবাদ জানাল।

"স্যার··· আমরা সত্য বের করতে পেরেছি। কিন্তু সামির···?"

আরিয়ান ধীরে বললেন,

"এখন থেকে সামিরের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে ধ্বংস হবে।

সত্য এখন জনগণের হাতে।"

হঠাৎ করিডোরে পুলিশ এবং নিরাপত্তা ঢুকল।

সামির এবং তার সহযোগীরা গ্রেফতার হল।

ডা. আরিয়ান এবং নীলা শুধু দেখতে লাগল—ষড়যন্ত্র শেষ, কিন্তু যুদ্ধে তাদের ঝুঁকি এখনো মনে আছে।

ডা. আরিয়ান রিশাদ এবং নীলা হাসপাতালে ফিরেছেন, যেন প্রতিটি কোণ থেকে শান্তি ফিরে আসে।

সামির এবং তার সহযোগীরা গ্রেফতার হয়েছে, কিন্তু হাসপাতালের ভিতরের ক্ষতি ও ভয় এখনও মানুষের মনে।

নিয়মিত ডায়ালাইসিস ইউনিটে ফিরে এসে আরিয়ান রিপোর্টগুলো যাচাই করলেন।

প্রমাণগুলোর ফলে—সব ম্যানিপুলেশন, অর্গান ট্রাফিকিং এবং মৃত্যু তালিকা—সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশ হয়েছে।

পুলিশ, সাংবাদিক এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ একত্রিত হয়ে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করল।

ডা. আরিয়ান এবং নীলা সাক্ষ্য দিলেন।

নীলা বলল,

"আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু সত্য প্রকাশ করা জরুরি ছিল।"

আরিয়ান তার দিকে তাকিয়ে বললেন,

"ভয় মানুষকে থামাতে পারে না। আমরা যখন সত্যের পক্ষে দাঁড়াই, আমরা সব বাধা পেরিয়ে যাই।"

সামির এখন পুলিশ হেফাজতে।

হাসপাতালের অন্যান্য সিনিয়র ডাক্তারদেরও প্রশ্ন করা হচ্ছে।

এখন হাসপাতাল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।

কিন্তু আরিয়ান জানে—যুদ্ধ শেষ নয়, কিন্তু প্রথম বড় জয় হয়েছে।

হাসপাতালে নতুন আলো।

ডায়ালাইসিস ইউনিটে রোগীরা ফিরে এসেছে।

ডা. আরিয়ান তাদের চিকিৎসা করছেন।

প্রতিটি রোগীর জীবনের মান উন্নত হয়েছে।

প্রতিটি রিপোর্ট এখন স্বচ্ছ।

সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে, হাসপাতাল নতুন নিয়মে কাজ করছে।

নীলা আরিয়ানকে বলল,

"স্যার··· মানুষ এখন নিরাপদ।"

আরিয়ান মাথা নেড়ে বললেন,

"এখন আমরা শুধু মানুষ বাঁচাই না, সত্যও রক্ষা করি।"

হাসপাতাল আবার মানুষের জন্য নিরাপদ জায়গা হয়ে উঠেছে।

সিনিয়র ডাক্তাররা শাস্তি পেয়েছে।

সত্য এবং ন্যায়ের জয় হয়েছে।

কয়েক মাস পরে।

ডা. আরিয়ান রিশাদ একটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল কনফারেন্সে অংশ নিচ্ছেন।
চীনে পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি একটি স্বাস্থ্য নীতি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন।
নীলা পাশে বসে স্লাইডে সহায়তা করছে।
প্রেজেন্টেশনে তিনি বললেন—
"সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকার ছাড়া কোন চিকিৎসা নিরাপদ নয়।
আমরা শুধু রোগী বাঁচাই না, সিস্টেমকে স্বচ্ছ রাখি।
এই অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে—একজন ডাক্তার শুধুমাত্র রোগীর পাশে দাঁড়ালে, পুরো সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব।"
হঠাৎ সংবাদ আসে—সামিরের সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রের আর্থিক নথি আন্তর্জাতিক তদন্তে ফাঁস হয়েছে।
হাসপাতালের নাম সুরক্ষিত।
সবার জন্য নতুন আইন এবং নিরাপদ সিস্টেম তৈরি হচ্ছে।
আরিয়ান এবং নীলা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল।
"সব ঠিক হয়ে গেছে।"
এভাবেই—সত্য, ন্যায়, এবং সাহস জয়লাভ করে।
ডা. আরিয়ান ও নীলা শুধু ডাক্তার নয়—এবার তারা প্রতিরক্ষা এবং ন্যায়ের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

*** সমাপ্ত ***